يجب على جميع المسلمين أداء
الصيام والعيد
في يوم واحد
محمد إقبال بن فخرول
একই দিনে
সকল মুসলিমকে অবশ্যই
স্বওম (রোজা) ও ঈদ
পালন করতে হবে
মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

†jL‡Ki Ab¨vb¨ eB WvDb‡jvW Ki‡Z wfwRU Ki“b
www.downloadquransoftware.com

†h‡Kvb gZvgZ ev civgk Rvbv‡Z B-‡gBj Ki“b
allahurabbee@gmail.com

A_ev †jL‡Ki ‡Kvb eB †c‡Z †dvb Ki“b GB bv¤v‡i
01681-579898

সকল মুসলিমকে অবশ্যই একই দিনে

স্বওম (রোজা) ও ঈদ
পালন করতে হবে

লেখক-

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল

মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

প্রকাশনায়-

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ ফ্রী ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-

Web : www.downloadquransoftware.com

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

প্রকাশকাল-

প্রথম প্রকাশ- রমজান ১৪৩৩ হিঃ, আগস্ট ২০১২ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ- শা'বান, ১৪৩৪ হিঃ জুন, ২০১৩ইং

৩০/- টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা	৩
চাঁদ দেখে তারিখ নির্ধারণ করা	৪
স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী	৪
কতজন মুসলিমের চাঁদ দেখা গ্রহণীয়	৫
চর্মচোখে বা প্রযুক্তি দিয়ে চাঁদ দেখা উভয় মাধ্যমই শারী'আহ্'তে বৈধ	৭
প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	৮
এক অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা না গেলে অন্য অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ আসলে করণীয়	১১
সকল মুসলিমকে একই দিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন	১২
একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	১৬
একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফারজ	৩৮
একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফারজ্ হওয়ার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	৪০
যারা নিজ-নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম ও ঈদ পালন করে থাকেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন?	৪২

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্য, তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এবং চিরন্তন নি'আমাত সমূহের জন্য। অতঃপর স্বলাত ও সালাম বিশ্বনাবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর।

কথা হলো আজ পৃথিব্যাপী একটি মাস'আলা নিয়ে মুসলিমদের মাঝে মতবিরোধ হচ্ছে। তা'হলো সকল মুসলিম কি একই দিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করবে না'কি নিজ-নিজ দেশের নতুন চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করবে। তাই এই মতবিরোধপূর্ণ মাস'আলা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে মহান আল্লাহ্'র নির্দেশ পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ...

"...যদি তোমাদের মাঝে কোন একটি বিষয় নিয়েও মতবিরোধ হয় তাহলে তা আল্লাহ্ এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও..." -সূরা নিসা (৪), ৫৯

এই আয়াত অনুযায়ী সকল মতবিরোধ মিটাতে হবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ব্যাখ্যার আলোকে। কোন আলিমের ফাতওয়ার আলোকে নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِیَآءَ...

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর তাছাড়া অন্যকোন অভিভাবকের অনুসরণ কর না..." -সূরা আ'রাফ (৭), ৩

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন শুধুমাত্র তাই মেনে নিতে হবে। আর আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিষয় ছাড়া অন্যকিছু মান্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ আরও বলেছেন,

...وَ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ...

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)..." -সূরা নিসা (৪), ১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি নাযিল করেছেন কুরআন এবং হাদিস তাই আমি এই বইয়ে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন আলিমের ফাতওয়া নিয়ে আলোচনা করিনি। তথাপিও কোন মানুষ নির্ভূলভাবে বলতে পারবে না, তিনিই একমাত্র কুরআন এবং হাদিস সঠিকভাবে বুঝেছেন। তাই কোন ভাইয়ের যদি মনে হয় যে, আমার উদ্ধৃতির কোন ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে তাহলে অনুগ্রহ করে দালিলভিত্তিক শোধরিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ অনুযায়ী চলার তৌফিক দিন। - আমীন -

চাঁদ দেখে তারিখ নির্ধারণ করা

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...

"তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, (নতুন চাঁদ সমূহ) তা মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হাজ্বের সময়েরও (তারিখ) নির্ধারক।"-সূরা বাক্বারাহ্ (২), ১৮৯

এই আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মানব জাতিকে চাঁদের হিসেবে তারিখ ও হাজ্বের তারিখ নির্ণয় করতে হবে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ...

"তিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে করেছেন আলোকময় এবং তার (চাঁদের) জন্য নির্ধারণ করেছেন মঞ্জিল, যেন তোমরা জানতে পার বছর গণনা এবং (তারিখের) হিসাব।" -সূরা ইউনুস (১০), ৫

এই আয়াতটি বলছে যে, মানবজাতিকে চাঁদের হিসেবে বছর ও তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

শিক্ষা ঃ

১। চাঁদের উপর নির্ভর করে মানুষকে সময় নির্ধারণ করতে হবে। এটাই আল্লাহ্'র বিধান।
২। চাঁদের হিসেবেই হাজ্বের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।
৩। চাঁদের হিসেবেই বছর গণনা করতে হবে।

স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী

ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ.

"তোমরা চাঁদ দেখে সওম (রোজা) পালন কর এবং চাঁদ দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করো। যদি চাঁদ গোপন থাকে তবে ৩০ পূর্ণ কর।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১২, আমর বিন দিনার (রহ.) কর্তৃক ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে উক্ত হাদিসের বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২৪, ২১২৫, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, মানসূর (রহ.) কর্তৃক রিবঈ (রহ.) সূত্রে উক্ত হাদিস বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২৯, ২১৩০, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৬, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) ও (ঈদুল) ফিতর পালন, হাদিস # ৬৮৮, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ২, নুতুন চাঁদ দেখে স্বওম পালন, হাদিস # ১৬৮৬ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

আবু হুরাইরাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন কর এবং চাঁদ দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন কর। যদি চাঁদ গোপন থাকে তবে ত্রিশ পূর্ণ করো।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺ এর কথা, যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর।

আবর যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন কর, হাদিস # ১৯০৯, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ২, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন করা এবং নতুন চাঁদ দেখে (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন করা এবং মাসের প্রথমে বা শেষের দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ১৭,১৮,১৯,২০/১০৮১, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশদিন পূর্ণ করা, হাদিস # ২১১৭, ২১১৮, অনুচ্ছেদ ঃ এই হাদিসে যুহুরী হতে বর্ণনায় বিরোধের আলোচনা, হাদিস # ২১১৯, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু ওমার থেকে এই হাদিসের বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২২, ২১২৩, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ২, রমজান মাস আসার পূর্বক্ষণে স্বিয়াম পালন না করা, হাদিস # ৬৮৪, **ইবনু মাজাহ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, রমজান মাস শুরু হওয়ার আগের দিন স্বওম রাখা নিষেধ কিন্তু কারো নিয়মিত স্বওম রাখাতে সেদিন পৌঁছলে তার জন্য নয়, হাদিস # ১৬৫০, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম ও ঈদ পালন করা, হাদিস # ১৬৫৫, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১০, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন অথবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৭৯৩২, ৭৯৩৩, ৭৯৩৪, ৭৯৩৫, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ২, নুতুন চাঁদ দেখে স্বওম পালন, হাদিস # ১৬৮৫ (হাদিসটি নাসাঈর বর্ণনা)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার ﵄ থেকে বর্ণিত,

اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, চাঁদ না দেখে তোমরা সওম (রোজা) পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (৩০) পূর্ণ করবে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৫, রমজান বলা হবে, না রমজান মাস বলা হবে? যে বলে, উভয়টাই বলা যাবে, হাদিস # ১৯০০, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺ এর কথা যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর। আবর যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন কর, হাদিস # ১৯০৬, ১৯০৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ২, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন করা এবং নতুন চাঁদ দেখে (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন করা এবং মাসের প্রথমে বা শেষের দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৩,৪,৬,৭,৮,৯/১০৮০, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১২, আমর বিন দিনার (রহ.) কর্তৃক ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে উক্ত হাদিসের বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২৪, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১০, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন অথবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৭৯২৫, ৭৯২৮, ৭৯৩১, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ২, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম পালন, হাদিস # ১৬৯০ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালনের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী।

শিক্ষা ঃ

১। স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত।
২। রমজান মাস সঠিক সময়ে পাওয়ার জন্য শা'বানের চাঁদের হিসাব রাখা জরুরী।

কতজন মুসলিমের চাঁদ দেখা গ্রহণীয়

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত, "নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوا وَافْطِرُوْا.

"...যদি (মুসলিমদের) দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) তাহলে তোমরা স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন কর।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, রমজান মাসে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (রহ.) এর হাদিসে সুফিয়ান (রহ.) এর বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১১৬।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, যদি দু'জন মুসলিম রমজানের বা শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা সকল মুসলিমের জন্য প্রয়োজ্য হবে। অর্থাৎ দু'জন মুসলিম নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলেই তা অনুযায়ী সকল মুসলিম স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করবে।

হুসাইন ইবনুল হারিস আল-জাদালী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত,

اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَاَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ اَمِيْرُ مَكَّةَ قَالَ لَاَدْرِىْ ثُمَّ لَقِيَنِىْ بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ اَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْاَمِيْرُ اِنَّ فِيْكُمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ اِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ اِلَى جَنْبِىْ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ اَوْمَاَ اِلَيْهِ الْاَمِيْرُ قَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ اَعْلَمَ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَ اِلَيْكَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

"একদা মাক্কাহ্'র আমীর ভাষণ প্রদানের সময় বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে চাঁদ দেখে হাজ্বের সময় নির্ধারণ করতে বলেছেন। **যদি চাঁদ না দেখি তাহলে নিষ্ঠাবান দু'জন ব্যক্তির (চাঁদ দেখার) স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে যেন আমরা হাজ্ব পালন করি।** আবু মালিক বলেন, আমি হুসাইন ইবনুল হারিস (রহ.)কে জিজ্ঞেস করি, মাক্কাহ্'র আমীর কে? তিনি বললেন আমার জানা নেই। পরবর্তীতে তাঁর সাথে আমার স্বাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, মাক্কাহ্'র আমীর হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাতিবের ভাই হারিস ইবনুল হাতিব। অতপরঃ উক্ত আমীর বললেন, তোমাদের মাঝে এমন একজন আছেন যিনি আমার চেয়েও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সম্পর্কে অধিক জানেন। আর তিনিই একথাটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। এই কথা বলে তিনি একজন লোকের দিকে ইশারা করলেন। হুসাইন (রহ.) বলেন, আমার পাশে বসা একজন বৃদ্ধলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আমীরের ইশারাকৃত এই লোকটি কে? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (رضي الله عنه)। তিনি যে বলেছেন, (আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (رضي الله عنه)) আমার চেয়েও অধিক জ্ঞাত তাও সঠিক (কথা)। এরপর আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দেয়া, হাদিস # ২৩৩৮, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৫ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি থেকেও বুঝা যায় যে, নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দু'জন ব্যক্তি থেকে হতে হবে।

শিক্ষা ঃ

১। দু'জন মুসলিম নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলেই তা সকল মসুলিমের জন্য মেনে নিতে হবে। সকল মুসলিমের চাঁদ দেখা শর্ত নয়।

চর্মচোখে বা প্রযুক্তি দিয়ে চাঁদ দেখা উভয় মাধ্যমই শারী'আহ্'তে বৈধ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,

اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানে কথা আলোচনা করে বললেন, চাঁদ না দেখে তোমরা স্বওম (রোজা) পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার (নতুন চাঁদ) সময় (৩০ দিন) পূর্ণ করবে।" **-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৩০,** কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৫, রমজান বলা হবে, না রমজান মাস বলা হবে? যে বলে, উভয়টাই বলা যাবে, হাদিস # ১৯০০, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺ এর কথা যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর। আবর যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্যাপন কর, হাদিস # ১৯০৬, ১৯০৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ২, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন করা এবং নতুন চাঁদ দেখে (ঈদুল) ফিতর উদ্যাপন করা এবং মাসের প্রথমে বা শেষের দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৩,৪,৬,৭,৮,৯/১০৮০, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১২, আমর বিন দিনার (রহ.) কর্তৃক ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে উক্ত হাদিসের বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২৪, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১০, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন অথবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৭৯২৫, ৭৯২৮, ৭৯৩১।

এখানে আরবী শব্দ "رَاَيْتُمُوْ রআইতুমু" শব্দটির মাসদার (মূলশব্দ) " رُؤْيَةٌ রু'ইয়াতুন" যার অর্থ দেখা। এই " رُؤْيَةٌ রু'ইয়াতুন (দেখা) দিয়ে অনেকেই বুঝেছেন সরাসরি চর্মচোখে দেখা, কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে নয়। আসলে তাদের দাবী মোটেই সঠিক নয়। কারণ, " رُؤْيَةٌ রু'ইয়াতুন" শব্দটি দ্বারা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমেও দেখতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا...

"কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশ এবং পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিলো। অতপরঃ আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম...।" -সূরা আম্বিয়া (২১), ৩০

এই আয়াতে "يَرَ ইয়া-র" শব্দটিও " رُؤْيَةٌ রু'ইয়াতুন" মাসদার (মূলশব্দ) থেকে এসেছে যার অর্থ "দেখা"। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ "يَرَ ইয়া-র" শব্দটি দিয়ে সরাসরি চক্ষু দিয়ে দেখতে বলেননি। কারণ, শুধুমাত্র চর্মচোখ দিয়ে আকাশ এবং পৃথিবী মিশেছিল তা দেখা সম্ভব নয়। আর এই দেখাটা আল্লাহ্ বিজ্ঞানের আবিস্কারের মাধ্যমে দেখতে বলেছেন। বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ আবিষ্কারের আগে কেউ আকাশ এবং পৃথিবী যে ওতপ্রোতভাবে মিশেছিলো তা প্রমাণ পায়নি। বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ আবিস্কারের পরে মানুষ তা জানতে পেরেছে।

অতএব, " رُؤْيَةٌ রু'ইয়াতুন" শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র চর্মচোখ দিয়ে দেখতে হবে তা সঠিক নয় বরং দেখা শুধু চোখ দিয়েও হতে পারে আবার প্রযুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে। অতএব, হাদিসটিতে যে বলা হয়েছে,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"তোমরা চাঁদ দেখে সওম (রোজা) পালন কর এবং চাঁদ দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করো। যদি চাঁদ গোপন থাকে তবে ত্রিশ পূর্ণ কর।"

এই চাঁদ দেখাটি হবে শুধুমাত্র চর্মচোখে বা প্রযুক্তির মাধ্যমে।

শিক্ষা ঃ

১। চাঁদ দেখা খালি চোখেও হতে পারে আবার প্রযুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ

ইবনে ওমার ﵁ হতে বর্ণিত,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا يَعْنِىْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ...

"নাবী ﷺ বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি আমরা লিখিনা হিসাবও করিনা। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনো ২৯ দিনে হয় আবার কখনো ৩০ দিনে হয়ে থাকে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, নাবী (দ.) এর বাণী আমরা লিপিবদ্ধ করিনা এবং হিসাবও করিনা, হাদিস # ১৯১৩।

এই হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে সাহাবীগণকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। তাই আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো চাঁদের হিসেব করবো না। বরং আমরা চর্মচোখে চাঁদ দেখাকেই প্রাধান্য দিব।

উত্তর ঃ

আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বিশ্বাসী নই। বরং আমরা জ্যোতির্বিদ্যার (আকাশ বিজ্ঞান) উপর বিশ্বাসী। রসূলুল্লাহ্ ﷺ জ্যোতিষশাস্ত্রকে হারাম করেছেন, জ্যোতির্বিদ্যাকে নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রকে ইংরেজীতে "Astrology এ্যাস্ট্রোলজি" এবং আরবীতে বলা হয় "عِلْمُ التَّنْجِيْم ইলমুত তানজীম" এবং জ্যোতির্বিদ্যা (আকাশ বিজ্ঞান) কে ইংরেজীতে Astronomy আর আরবীতে "عِلْمُ الْفَلَك ইলমুল ফালাক" বলা হয়। জ্যোতির্বিদ্যা (আকাশ বিজ্ঞান) এবং জ্যোতিষশাস্ত্রকে একইরকম ভাবার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...

"কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশ এবং পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিলো। অতঃপর

আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম...।" -সূরা আম্বিয়া (২১), ৩০

এই আয়াতে আল্লাহ্ কাফিরদের বলেছেন আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিলো তা'কি তারা দেখে না অর্থাৎ গবেষণা করেনা? এই কথাটি দ্বারা কি আল্লাহ্, কাফিরদেরকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলেছেন? নিশ্চয়ই না। বরং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে জ্যোতির্বিদ্যার (আকাশ বিজ্ঞান) মাধ্যমে গবেষণা করতে বলেছেন। **তাই ভাই জ্যোতিষশাস্ত্রকে এবং জ্যোতির্বিদ্যাকে (আকাশ বিজ্ঞান) একরকম ভাবার কোনই সুযোগ নেই। অতএব, প্রযুক্তির মাধ্যমেও নতুন চাঁদের হিসেব করা শারী'আতে বৈধ।**

প্রশ্ন (২) ঃ

Astrology এবং Astronomy একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই দু'টিকে আলাদা করে ভাবার কোন সুযোগ নেই বরং এই দু'টি বিষয়কে একইরকমভাবে দেখতে হবে। অতএব, প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদের হিসেব করা শারী'আহ্'তে বৈধ নয়।

উত্তর ঃ

এই কথাটি সঠিক নয়। কোনভাবেই Astrology এবং Astronomy একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

♦ Astrology'র সংজ্ঞা ডিকশনারীতে এভাবে এসেছে-

"The study of the movement of the stars and planets and how people **think** they influence people's characters and lives" **-Macmillan English Dictionery** for advance learners (International Students Editions, British Council Winner).

"গ্রহ ও নক্ষত্রের গতি বিষয়ক বিদ্যা এবং মানুষের আচরণ (বৈশিষ্ট্য) এবং জীবন যাপনের উপর এর প্রভাব বিষয়ে কিছু মানুষের **ধারণা**।" -ম্যাকমিলান, এ্যাডভান্স লারনার্স ইংলিশ ডিকশনারী, (আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংস্করণ, বৃটিশ কাউন্সিল থেকে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)।

"The study of the **supposed** influence of stars and planets on human affairs" **–Oxfor English Dictionery** of Current English (South Asia Edition) 3rd Edition revised.

"মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের উপর নক্ষত্র ও গ্রহের প্রভাব বিষয়ক **ধারণাকৃত বিদ্যা**।" -অক্সফোর্ড ডিকশনারী দক্ষিণ এশিয়ার সংস্করণ ৩য় সংস্করণ।

"The study of the movements and positions of the sun, moon, planets and stars and the skill of describing the expected effect that some people **believe** these have on the character and

behavior of humans" -Cambridge, advanced learners dictionary 3rd edition.

"সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রের গতি এবং অবস্থান বিষয়ক বিদ্যা এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের উপরে প্রত্যাশিত প্রভাব ব্যাখ্যা দেয়ার কৌশল। যা কিছু মানুষের ***বিশ্বাস***।" ক্যাম্ব্রিজ এ্যাডভান্স লারনার্স ডিকশনারী, ৩য় সংস্করণ।

♦ Astronomy'র সংজ্ঞা ডিকশনারীতে এভাবে এসেছে-

"**The scientific study** of the stars, planets & other objects in the universe" -Macmillan English Dictionery for advance learners (International Students Editions, British Council Winner).

"গ্রহ নক্ষত্র ও মহাবিশ্বের অন্য সকল বস্তুর **বৈজ্ঞানিক শিক্ষা**" -ম্যাকমিলান, এ্যাডভান্স লারনার্স ইংলিশ ডিকশনারী, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংস্করণ, বৃটিশ কাউন্সিল থেকে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।

"**The science** of stars, planets and the universe" –Oxfor English Dictionery of Current English (South Asia Edition) 3rd Edition revised.

"গ্রহ, নক্ষত্র ও মহাবিশ্বের **বিজ্ঞান**" -অক্সফোর্ড ডিকশনারী, দক্ষিণ এশিয়ার সংস্করণ ৩য় সংস্করণ।

"**The scientific study** of the universe and of objects wchich exists naturally in space such hase the moon, the sun, planets and stars" -Cambridge, advanced learners dictionary 3rd edition.

"মহাবিশ্ব এবং মহাশূণ্যে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান বস্তুসমূহ যেমন, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্র সমূহের **বৈজ্ঞানিক শিক্ষা**।" -ক্যাম্ব্রিজ, এ্যাডভান্স লারনার্স ডিকশনারী, ৩য় সংস্করণ।

ডিকশনারীগুলো থেকে বুঝা গেল যে, Astrology (জ্যোতিষশাস্ত্র) হচ্ছে ধারণাকৃত বিদ্যা আর Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তাহলে বুঝা যাচ্ছে এই দুটি বিষয় কোনভাবেই এক নয়। আর একথা জেনে রাখা দরকার যে, ধারণাকৃত কোন শিক্ষার ইসলামে কোন মূল্য নেই। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ...

"হে ঈমানদারগণ; তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা, কোন কোন ধারণা পাপ...।" -সূরা হুজুরাত (৪৯), ১২

এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ ﷺ Astrology (জ্যোতিষশাস্ত্র) অর্থাৎ "عِلْمُ التَّنْجِيْم ইলমুত তানজীম" কে হারাম বা শিরক বুঝিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ...

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (অর্থ্যাৎ গবেষণার বিষয় রয়েছে)।" -সূরা আলি-ইমরান (৩), ১৯০।

এই কারণেই বুঝে নিতে হবে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) অর্থাৎ "عِلْمُ الْفَلَك ইলমুল ফালাক" শারী'আহ্'য় জায়েয। অতএব, বুঝা গেল যে, প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদের হিসেব রাখা জায়েয।

এক অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা না গেলে অন্য অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ আসলে করণীয়

আনাস্ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর স্বহাবী আমার কতিপয় আনসার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের উপর গোপন থাকে। আমরা (পরের দিন) স্বওম (রোজা) পালন করি। এমতাবস্থায়, ঐ দিনের শেষভাগে একটি কাফিলা নাবী ﷺ এর কাছে এসে স্বাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা গতকাল নতুন চাঁদ দেখেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের স্বওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন এবং আগামীকাল ঈদগাহে (স্বলাতের জন্য) আসতে বললেন।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ২৩৩৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ, ঃ ৫, দুইজন নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ১৬৫৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৮, ৮১৮৯, ৮১৯০, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, হাদিস # ৮১৯৬, ৮১৯৮, ৮১৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, মাদিনায় রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কেউই শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখেননি। তাই তাঁরা সকলে পরেরদিন স্বওম (রোজা) পালন করছিলেন। কিন্তু ঐ দিনের শেষভাগে অর্থাৎ ইফতারের কিছু সময় পূর্বে মাদিনার বাহিরে থেকে আগত একটি কাফেলা নাবী ﷺ কে জানাল যে, তাঁরা গতকাল সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ দেখেছেন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁরা মুসলিম তখন তিনি সকলকে স্বওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন।

অর্থাৎ বুঝা গেল যে, নিজ শহরে নতুন চাঁদ দেখা না গেলেও বাহিরের শহরের নতুন চাঁদ উঠার খবর আসলে তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং নিজেই অন্য শহরের নতুন চাঁদের সংবাদ গ্রহণ করে আমাদের তা শিখিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষা ঃ

১। নিজ অঞ্চলে ঈদের নতুন চাঁদ দেখা না গেলে স্বওম (রোজা) পালন করতে হবে।

কিন্তু যদি বাহিরের অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়া যায় তাহলে নিজ অঞ্চলের চাঁদ না দেখা গেলেও স্বওম (রোজা) ভেঙ্গে ফেলতে হবে। অর্থাৎ বাহিরের অঞ্চলের নতুন চাঁদ আমাদের অঞ্চলের চাঁদ হিসেবে গণ্য হবে।

২। নিজ অঞ্চলের নতুন চাঁদ দেখা না গেলে অন্য অঞ্চলের নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ আসলে তা গ্রহণ করা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিয়ম।

সকল মুসলিমকে একই দিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন

আয়েশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْاَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّ النَّاسُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।" ***-তিরমিযী,*** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২।

এই হাদিসে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন, যার অর্থ একদিন। আর "النَّاسُ আন্নাসু" শব্দটি "اِنْسَانٌ ইনসান" শব্দের বহুবচন হওয়ায় সকল মানুষ তথা সকল মুসলিমদের বুঝানো হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ...

"হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর..." -সূরা নিসা (৪), ১

এই আয়াতটিতে "النَّاسُ আন্নাসু" শব্দটির দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হাদিসটিতেও "النَّاسُ আন্নাসু" শব্দটি দ্বারা সকল মানুষকে অর্থাৎ সকল মুসলিমকে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ (মুসলিম) একই দিনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) পালন করবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা পালন করা শারী'আহ্'র বিধান হত তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি অর্থাৎ একবচন এর পরিবর্তে "اَيَّامَ আইয়্যামা" বহুবচন শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমকে একই দিনে ঈদ পালন করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.

"সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে।" -সূরা নাযিআত (৭৯), ৬

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেদিন ভূকম্পন হবে অর্থাৎ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। আয়াতটিতে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন অর্থাৎ একইদিনে পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে। এই বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

... لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"জুমুআহ্'র দিনে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুল জুমুআহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, জুমুআহ্'র দিনের ফাযিলাত, হাদিস # ১৮/৮৫৪, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২০৭, জুমুআহ'র দিনের ও রাতের ফাযিলাত, হাদিস # ১০৪৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯, জুমুআহ'র ফাযিলাত, হাদিস # ১০৮৪, ১০৮৫, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২০৬, জুমুআ'হর দিনের ফাযিলাত, হাদিস # ১৫৭২ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, জুমুআহ্'র দিনে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর এখানে আরবী শব্দ "يَوْمَ ইয়াওমা" একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ একদিন। অর্থাৎ যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন পৃথিবীর সকল জায়গায় জুমাবার (শুক্রবার) থাকবে অর্থাৎ বুঝে নিতে হবে যে, "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি ভিন্ন-ভিন্ন দিনকে বুঝায় না বরং, একদিনকে বুঝায়। তাই মা আয়োশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত হাদিসটি আবারও লক্ষ্য করুন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْاَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّ النَّاسُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ইফতার (ঈদুল ফিতর উদযাপন) করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।" ***-তিরমিযী,*** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২।

এই হাদিসটিতে বলা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা হচ্ছে সেইদিন যেদিন সকল মুসলিমগণ ঈদ উদযাপন করেন। আর হাদিসটিতে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন ব্যবহার হওয়ায় বুঝে নিতে হবে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝাচ্ছেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সকল মুসলিম একইদিনে উদযাপন করবে।

আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা

সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটিও পূর্বের হাদিসের মত "يَوْمَ ইয়াওমা" একবচন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আর "يَوْمَ ইয়াওমা" দিয়ে একদিনকে বুঝানো হয় যা পূর্বে হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর হাদিসটিতে আরবী শব্দ "تَصُوْمُوْنَ তাসুমুনা" তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর, "تُفْطِرُوْنَ তুফত্বীরূনা" তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর, "تُضَحُّوْنَ তুদ্বহুনা" তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর। এখানে "তোমরা" সর্বনামটি উহ্য রয়েছে। এই "তোমরা" শব্দটি দ্বারা সকল মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا...

"তোমরা আল্লাহ্'র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদেরকে স্বহস্তে ধ্বংস করোনা এবং তোমরা কল্যাণকর কাজ করো..." -সূরা বাক্বারাহ্ (২), ১৯৫

এই আয়াতে "اَنْفِقُوْا আনফিকু" তোমরা ব্যয় কর", "لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ লা তুলকু বি-আইদীকুম ইলাত্তাহলুকাতি" তোমরা নিজেদেরকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করোনা", "اَحْسِنُوْا আহসিনু" তোমরা কল্যাণকর কাজ কর।" এই আয়াতটিতেও "তোমরা" শব্দটির সর্বনাম উহ্য রয়েছে। আর এই "তোমরা" শব্দটি সকল মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনি, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদিসটিতে "তোমরা" শব্দটি দ্বারা সকল মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাদিসটি আবারো লক্ষ্য করুন,

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা)। যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হলো ফিতর (ঈদুর ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" ***-তিরমিযী,*** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, ***ইবনু মাজাহ্,*** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, ***বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),*** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝাচ্ছেন যে, একই দিনে সকল মুসলিমকে স্বওম ও ঈদ উদযাপন করতে হবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা ইসলামের বিধান হতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" একবচন শব্দ ব্যবহার না করে "اَيَّامَ আইয়্যামা" বহুবচন শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" একবচন শব্দ ব্যবহার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমগণকে একইদিনে সওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করতে হবে।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوا وَاَفْطِرُوْا.

"...যদি (মুসলিমদের) দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) তাহলে তোমরা স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন কর।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, রমজান মাসে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (রহ.) এর হাদিসে সুফিয়ান (রহ.) এর বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১১৬।

এই হাদিসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। যদি দু'জন মুসলিম নতুন চাঁদ উদয়ের স্বাক্ষ্য দেন তাহলেই আমরা স্বওম ও ঈদ পালন করতে পারব। **এই হাদিসে কোন অঞ্চল ভিত্তিক মুসলিমের কথা বলা হয়নি। বরং আমভাবে (সার্বজনীনভাবে) দু'জন মুসলিমের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, হাদিসে 'তোমরা' শব্দটি রয়েছে, আর 'তোমরা' শব্দটির ব্যাখ্যা পূর্বের হাদিসের ব্যাখ্যাতে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেকোন জায়গা থেকে দু'জন মুসলিম নতুন চাঁদ উদয়ের স্বাক্ষ্য দিলেই গোটা মুসলিম জাতির উপরই স্বওম ও ঈদ পালন করা অবধারিত হয়ে যায়।**

অতএব, এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই দিনে গোটা মুসলিম জাতিকে অবশ্যই স্বওম ও ঈদ পালন করতে হবে।

শিক্ষা ঃ

১। সকল মুসলিমগণকে একইদিনে সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে।

২। বিশ্বের যেকোন অঞ্চল থেকে দু'জন মুসলিমের নতুন চাঁদ উদয়ের স্বাক্ষ্য দেয়ার সংবাদ পৌঁছলেই স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে।

একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ

কুরাইব (রহ.) হতে বর্ণিত,

اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَئَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. وَرَاَهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَانَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ اَوْنَرَاهُ فَقُلْتُ اَوَلَا تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

মুয়াবিয়া ﷺ এর উদ্দেশ্য উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিস ﷺ তাকে শামে (সিরিয়া) প্রেরণ করেন। কুরাইব (রহ.) বলেন সিরিয়ায় পৌঁছানোর পর আমি উম্মুল ফাযল ﷺ এর কাজটি শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকাবস্থায় রমজান মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়া গেল। আমরা জুমুয়ার রাতে (বৃহস্পতিবার রাত) চাঁদ দেখতে পেলাম। রমজানের শেষের দিকে মাদীনায় ফিরে আসলাম। ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞেস করার পর চাঁদ দেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন কোনদিন তোমরা চাঁদ দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম জুমুয়ার রাতে (বৃহস্পতিবার রাত) চাঁদ দেখতে পেয়েছি। তিনি বললেন (ইবনে আব্বাস ﷺ) জুমুয়ার রাতে (বৃহস্পতিবার রাত) তুমি কি স্বয়ং চাঁদ দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম লোকেরা দেখতে পেয়েছে এবং তারা স্বওম (রোজা) পালন করছে এবং মুয়াবিয়া (রা.)ও স্বওম (রোজা) পালন করছেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার রাতে (শুক্রবার রাতে) চাঁদ দেখেছি। অতএব, ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা স্বওম পালন করতে থাকবো। আমি বললাম (কুরাইব (রহ.) মুয়াবিয়া ﷺ এর স্বওম (রোজা) পালন করা এবং চাঁদ দেখা আপনার জন্য কি যথেষ্ট নয়। তিনি (ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, না, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, নিজ নিজ শহরের নতুন চাঁদের হিসেব অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এক শহরের নতুন চাঁদ উল্লেখযোগ্য দূরত্বে অবস্থিত অন্য শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, হাদিস ২৮/১০৮৭, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, অঞ্চলবাসীর জন্য নতুন চাঁদ দেখার ভিন্নতা, হাদিস # ২১১১, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বিয়াম অনুচ্ছেদ ঃ ৯, যখন কোন শহরে এক রাত আগে নতুন চাঁদ দেখা যায়, হাদিস # ২৩৩২, **তিরিমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৬, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য (নতুন চাঁদ) দেখা, হাদিস # ৬৯৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬..., হাদিস # ৮২০৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাদিসটির প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন,

"আমি কুরাইব (রহ.) বললাম মুয়াবিয়া ﷺ এর স্বওম (রোজা) পালন করা এবং চাঁদ দেখা আপনার জন্য কি যথেষ্ট নয়? তিনি (ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, "لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. (লা, হাকাযা আমারনা রসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্থ- না, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ করতেই নির্দেশ দিয়েছেন।"

হাদিসটি থেকে দুটি বিষয় বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় ঃ

(ক) মুয়াবিয়া ﷺ এর চাঁদ দেখাকে না মেনে ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. "(লা, হাকাযা আমারনা রসূলুল্লাহ্ ﷺ, অর্থ- না, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন"। তাহলে কি রসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়াবিয়া ﷺ এর চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন? নিশ্চয়ই না। কারণ, মুয়াবিয়া ﷺ একজন উঁচুমানের সাহাবী। এই ধরণের কথা রসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনই বলতে পারেন না।

(খ) তাহলে কি ইবনে আব্বাস ﷺ বুঝিয়েছেন যে, মাদীনার বাহিরে থেকে চাঁদের সংবাদ নিয়ে আসলে সেটা গ্রহণ করতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন? এমন হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং নিজেই মাদীনার বাহিরের সংবাদ গ্রহণ করেছেন।

আনাস ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمُوْمَتِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلٰى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

"তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আমার কতিপয় আনসার পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের উপর গোপন থাকে। আমরা (পরের দিন) স্বওম (রোজা) পালন করি। এমতাবস্থায়, ঐ দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা নাবী ﷺ এর কাছে এসে বিগতকাল চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন রসলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের স্বওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন এবং তারপরের দিন ঈদের (স্বলাতের) জন্য বের হতে বললেন।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলে,

হাদিস # ২৯৩৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ, ঃ ৫, দুইজন নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ১৬৫৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৮, ৮১৮৯, ৮১৯০, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, হাদিস # ৮১৯৬, ৮১৯৮, ৮১৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এখন তাহলে বুঝা গেল, ইবনে আব্বাস ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কোন আদেশের কথা বুঝিয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হুবহু কথাটি কি তা উল্লেখ করেননি। তাই এই হাদিস থেকে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অন্য হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রমজানের চাঁদের স্বাক্ষীও দু'জন লাগবে।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوا وَافْطِرُوْا.

"...যদি (মুসলিমদের) দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) তাহলে তোমরা স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন কর।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, রমজান মাসে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (রহ.) এর হাদিসে সুফিয়ান (রহ.) এর বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১১৬।

কুরাইব (রহ.) যেহেতু একজন ব্যক্তি যিনি সিরিয়ার চাঁদের সংবাদ মাদীনায় নিয়ে এসেছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানের চাঁদের স্বাক্ষী দু'জন লাগবে বলে শর্ত দিয়েছিলেন। **তাই, ইবনে আব্বাস ﵁ মুয়াবিয়া ﵁ এর চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করে বলেছেন "**لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ**.(লা, হাকাযা আমারনা রসূলুল্লাহ্ ﷺ, অর্থ- না, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন" অর্থাৎ ইবনে আব্বাস ﷺ বুঝিয়েছেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন, একজন ব্যক্তির নয়। যে কারণে তিনি কুরাইব (রহ.) এর স্বাক্ষ্যটি মানলেন না।** আর এভাবে বুঝ নিলেই এই হাদিসটি বুঝা সম্ভব হবে। অতএব, এই হাদিসটি কোনভাবেই যার যার দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) পালন করার দালিল নয়।

প্রশ্ন (২) ঃ

ইবনে ওমার ﵁ হতে বর্ণিত,

قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"তিনি বলেন, (ইবনে ওমার) লোকেরা রমজানের নতুন চাঁদ অন্বেষণ করছিল। আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জানালাম যে, আমি (নতুন চাঁদ) দেখেছি। অতঃপর তিনি ﷺ

নিজেও স্বওম রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমজানের স্বওম পালনের আদেশ দিলেন।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, রমজানে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য দেয়া, হাদিস # ২৩৪২, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, রমজানে নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য, হাদিস # ১৬৯১ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, রমজানের চাঁদ দেখার স্বাক্ষী একজন হলেও যথেষ্ট। তাহলে, আপনি কোন যুক্তিতে বলছেন যে, ইবনে আব্বাস ﵁ সিরিয়ার চাঁদ গ্রহণ করেননি একজন স্বাক্ষ্য ছিল বিধায়! আর রমজানের চাঁদ দেখার স্বাক্ষী দু'জন প্রয়োজন? আপনার এই ব্যাখ্যাটি কি অযৌক্তিক নয়?

উত্তর ঃ

না ভাই, এই ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর قَوْلِىْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিস যখন فِعْلِىْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিসের বিপরীতে হয় তখন قَوْلِىْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিসই গ্রহণযোগ্য হয়। আর فِعْلِىْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য খাস হয়ে যায়। রমজান এবং ঈদের চাঁদ দেখার স্বাক্ষী দু'জন লাগবে, এই হাদিসটি قَوْلِىْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিস। আর রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানের চাঁদ দেখার একজনের স্বাক্ষী গ্রহণ করেছেন। এই হাদিসটি فِعْلِىْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিস তাই, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যা বলেছেন আমরা তাই মানবো অর্থাৎ রমজান এবং ঈদের চাঁদ দেখার স্বাক্ষী দু'জন লাগবে। একজনের স্বাক্ষ্য মানবো না। আর একজনের চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যতা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য খাস ধরতে হবে। এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলছি। আবু হুরাইরাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত,

وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ اَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করতে বসলে কখনো যেন সে ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে না বসে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, পীঠ-মুখ করে ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব বা পায়খানা করবে না, তবে দেয়াল অথবা কোন কিছু দ্বারা আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা, হাদিস # ১৪৪, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, মাদীনা, সিরিয়া ও পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলা, পূর্বে বা পশ্চিমে ক্বিবলা নয়, হাদিস # ৩৯৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৫৭/২৬২, ৫৯/২৬৪, ৬০/২৬৫, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলামূখী হওয়া নিষেধ, হাদিস # ২০, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, পেশাব পায়খানা করার সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ, হাদিস # ২২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ্, হাদিস # ৭,৮,৯, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলামূখী হয়ে পিঠ-মুখ না করা, হাদিস # ৮, **ইবনু মাজাহ্,**

স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ক্বিবলার দিকে পীঠ-মুখ করে না বসা, হাদিস # ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২১, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে (প্রস্রাব-পায়খানা) না করা, হাদিস # ৬৬৫ (হাদিসটি নাসাঈ'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, আমরা যেন ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করি। অথচ আরেকটি হাদিস বলছে, ইবনে ওমার ﵄ হতে বর্ণিত,

قَالَ رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ.

"তিনি বলেন (ইবনে ওমার), আমি একদা আমার বোন হাফসা ﵂ এর ঘরের ছাদে উঠলাম তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রস্রাব-পায়খানায় বসা অবস্থায় দেখলাম, তিনি শামের (সিরিয়া) দিকে মুখ করে এবং ক্বিবলার দিকে পীঠ করে বসে ছিলেন।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, উযু, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, গৃহের মধ্যে প্রস্রাব-পায়খানা করা, হাদিস # ১৪৮, অধ্যায় ঃ ৫৭, এক পঞ্চমাংশ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, নাবী ﷺ এর স্ত্রীগণের ঘর এবং যেসব ঘর তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেসবের বর্ণনা, হাদিস # ৩১০২, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৬২/২৬৬, ***নাসাঈ,*** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, বাড়ীর ভিতরে ক্বিবলার দিকে ফিরে বসার অনুমতি, হাদিস # ২৩, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৭, উল্লেখিত ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে, হাদিস # ৯,১১, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, ঘরের মধ্যে ঐ বিষয়ে অনুমতি কিন্তু খোলা স্থানে নয়, হাদিস # ৩২৩, ৩২৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ক্বিবলার দিকে পীঠ করে ইস্তেঞ্জা করছিলেন। তাই কেউ যদি এখন বলে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্বিবলার দিকে পীঠ করে ইস্তেঞ্জা করেছেন তাই আমরাও ক্বিবলার দিকে পীঠ করে ইস্তেঞ্জা করতে পারবো। তার কথা কি ঠিক হবে? নিশ্চয়ই না। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, এখানে ক্বিবলার দিকে পীঠ করে প্রস্রাব বা পায়খানা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অনুসরণ করা যাবে না। তাই, বুঝতে হবে যে, ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করা আদেশটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর قَوْلِيْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিস। আর তিনি ﷺ ক্বিবলার দিকে পীঠ করে প্রস্রাব-পায়খানা করেছেন তা فِعْلِيْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিস। আর قَوْلِيْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিসের বিপরীতে فِعْلِيْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিস আমাদের পালনীয় নয়। ঠিক তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন মুসলিমের রমজানের বা ঈদের চাঁদ দেখার স্বাক্ষী নিতে বলেছেন। এই হাদিসটি قَوْلِيْ ক্বওলী (যা বলেছেন)। আর তিনি ﷺ রমজানের নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষী একজন নিয়েছেন তা فِعْلِيْ ফে'লী (যা করেছেন) হাদিস। তাই, قَوْلِيْ ক্বওলী (যা বলেছেন) হাদিস বলছে দু'জন মুসলিমের নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য হতে হবে। এই আদেশটিই আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর একজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করার বিধান রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য খাস।

তাই বুঝতে হবে যে, ইবনে আব্বাস ﵄ কুরাইব (রহ.) এর স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করে বলেছিলেন যে, ".لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (লা, হাকাযা আমারনা রসূলুল্লাহ্ ﷺ, অর্থ- না, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ আদেশই দিয়েছেন" অর্থাৎ ইবনে আব্বাস ﵄ বুঝিয়েছেন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে দু'জন মুসলিমের চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করতে বলেছেন, একজন থেকে নয়। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৩) ঃ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার ﵄ থেকে বর্ণিত,

اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, চাঁদ না দেখে তোমরা সওম (রোজা) পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করবে না।..." **-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৩০,** কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৫, রমজান বলা হবে, না রমজান মাস বলা হবে? যে বলে, উভয়টাই বলা যাবে, হাদিস # ১৯০০, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺ এর কথা যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর। আবার যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্যাপন কর, হাদিস # ১৯০৬, ১৯০৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ২, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন করা এবং নতুন চাঁদ দেখে (ঈদুল) ফিতর উদ্যাপন করা এবং মাসের প্রথমে বা শেষের দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৩,৪,৬,৭,৮,৯/১০৮০, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২২, স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১২, আমর বিন দিনার (রহ.) কর্তৃক ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে উক্ত হাদিসের বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১২৪, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১০, নতুন চাঁদ দেখে স্বওম (রোজা) পালন অথবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করা, হাদিস # ৭৯২৫, ৭৯২৮, ৭৯৩১ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, আমাদেরকে নতুন চাঁদ দেখে স্বওম ও ঈদ পালন করতে হবে। এ থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, যার-যার দেশের নতুন চাঁদ অনুযায়ী স্বওম ও ঈদ পালন করতে হবে।

উত্তর ঃ

আপনার ব্যাখ্যাটি সত্যিই হাস্যকর। কারণ, হাদিসে "তোমরা" শব্দটি আম (সার্বজনিন) শব্দ। আপনি কিভাবে এই "তোমরা" শব্দটিকে খাস (নির্দিষ্ট) করে যার-যার দেশের নতুন চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের জন্য ব্যাখ্যা করলেন?

এখানে "তোমরা" শব্দটি দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ পুরো মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করেছেন। হাদিসটির সঠিক ব্যাখ্যা হবে-

اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন, **চাঁদ না দেখে তোমরা**

(পুরো মুসলিম জাতি) স্বওম (রোজা) পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ফিতর (ঈদুল ফিতর) উদযাপন করবে না।...”

এখন হাদিসের “তোমরা” শব্দটি দ্বারা প্রত্যেক দেশের মুসলিমদেরকে যদি পৃথক-পৃথকভাবে বুঝানো হয়, তাহলে ভাই বলুনতো ১৯৭১ইং সালের পূর্বে যখন আমাদের এই বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর “তোমরা” শব্দটি দ্বারা কি পাকিস্তানীদের বুঝানো হয়েছিল? এরও পূর্বে যখন পাকিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত ছিল তখন কি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর “তোমরা” শব্দটি দ্বারা ভারতবর্ষের মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছিল? ধরুন, কখনও যদি ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন কি “তোমরা” শব্দটি দ্বারা ঠাকুরগাঁয়ের মুসলিমদের পৃথকভাবে বুঝানো হবে? স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তি-ই বলবেন যে, সত্যিই বিষয়টি হাস্যকর।

অতএব, হাদিসে “তোমরা” শব্দটি আমভাবে (সার্বজনিন) ব্যবহার হওয়ায় তা পুরো মুসলিম জাতিকেই বুঝানো হবে। **কোনভাবেই মানুষের তৈরী করা দেশের সীমানা অনুযায়ী মুসলিমদেরকে বুঝানো হবে না।**

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوا وَأَفْطِرُوْا.

“...যদি (মুসলিমদের) দু'জন স্বাক্ষ্য দেয় (নতুন চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে) তাহলে তোমরা স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন কর।” **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, রমজান মাসে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (রহ.) এর হাদিসে সুফিয়ান (রহ.) এর বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১১৬।

এই হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুইজন মুসলিম নতুন চাঁদ উদয়ের স্বাক্ষ্য দিলেই আমরা স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারব। আর এখানে কোন অঞ্চলের মুসলিম বলে আলাদাভাবে উল্লেখ করেননি। বরং আমভাবে (সার্বজনীন) যে কোন অঞ্চল থেকে দু'জন মুসলিম নতুন চাঁদ উদয়ের স্বাক্ষ্য দেয়ার তথ্য পৌছলেই স্বওম ও ঈদ পালন করতে হবে।

প্রশ্ন (৪) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...

“লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদেরকে বলে দাও তা (নতুন চাঁদসমূহ) মানুষের জন্য সময়ের নির্ধারক এবং হাজ্বের সময়েরও

নির্ধারক।” -সূরা বাক্বরহ্ (২), ১৮৯

এই আয়াতে আল্লাহ্ اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ বলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক আরবী মাসেতো একটি নতুন চাঁদ উদিত হয়। তাহলে আল্লাহ্ কেন اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ বলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করলেন। মূলতঃ একবচন هِلَالٌ হিলাল নতুন চাঁদ শব্দ ব্যবহার করাই কি যুক্তি সংগত ছিলনা? না, আসলে আল্লাহ্ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একেক দেশে একেক দিনে নতুন চাঁদ উঠবে। তাই এই আয়াতে اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ বহুবচন শব্দ আল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন।

অতএব, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, যার যার দেশের নতুন চাঁদ অনুযায়ী আমাদের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। সমগ্র বিশ্বকে একটি নতুন চাঁদ দিয়ে পরিচালনা করা যাবে না।

উত্তর ঃ

এই ধরণের ব্যাখ্যা শুনে সত্যিই আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। মানুষ কিভাবে এমন জাহেলের মত কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে।

মহান আল্লাহ্ এই আয়াতে اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ বলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন তার কারণ হচ্ছে, আরবী মাস বারটি আর বারমাসে বারটি নতুন চাঁদ উদিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ...

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র বিধানে ও গণনায় মাস বারটি, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই।” -সূরা তাওবাহ্ (৯), ৩৬

যদি আয়াতটিতে اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ শব্দটি বহুবচন হওয়ায় বিভিন্ন দেশের চাঁদ সমূহ ধরা হয় তাহলে আয়াতটির অর্থ হবে-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...

“লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ (বিভিন্ন দেশে নতুন চাঁদসমূহ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদেরকে বলে দাও তা (বিভিন্ন দেশের নতুন চাঁদসমূহ) মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হাজ্বের সময়েরও নির্ধারক।” -সূরা বাক্বরহ্ (২), ১৮৯

এখন কি আপনি বলবেন বিভিন্ন দেশের اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ দিয়ে হাজ্বের সময় নির্ধারণ হয়! নিশ্চয়ই এই ধরণের বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা আপনি করবেন না। মূলতঃ اَهِلَّةِ আহিল্লাহ্ নতুন চাঁদসমূহ বহুবচন শব্দটি দ্বারা বারমাসের বারটি নতুন চাঁদকে বুঝানো হয়েছে। বারমাসের বারটি নতুন চাঁদের হিসেব রাখলেই হাজ্বের সঠিক

সময় জানা যাবে।

অতএব, কোনভাবেই এই আয়াতে বিভিন্ন দেশের প্রতিমাসে নতুন চাঁদ উদয় হবে একথা আল্লাহ্ বলেননি।

প্রশ্ন (৫) ঃ

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবীগণ স্ব-স্ব অঞ্চলের নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাহলে আপনারা কোন যুক্তিতে বিশ্বব্যাপী একইদিনে স্বওম ও ঈদ পালন করতে চাচ্ছেন?

উত্তর ঃ

আপনার কথাটি সঠিক নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদীনার বাহিরে থাকা নতুন চাঁদের হিসেবে ঈদ পালন করেছিলেন। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِىْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلٰى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

“তিনি বলেন, “রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আমার কতিপয় আনসার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের উপর গোপন থাকে। আমরা (পরের দিন) স্বওম (রোজা) পালন করি। এমতাবস্থায়, ঐ দিনের শেষভাগে একটি কাফিলা নাবী ﷺ এর কাছে এসে স্বাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা গতকাল নতুন চাঁদ দেখেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের স্বওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন এবং আগামীকাল ঈদগাহে (স্বলাতের জন্য) আসতে বললেন।” **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ২৩৩৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ, ঃ ৫, দুইজন নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ১৬৫৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৮, ৮১৮৯, ৮১৯০, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, হাদিস # ৮১৯৬, ৮১৯৮, ৮১৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবীগণ মাদীনার বাইরের নতুন চাঁদের উপর নির্ভর করে ঈদ পালন করেছিলেন। তাই বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তার স্বহাবীগণ (রা.) শুধুমাত্র নিজস্ব অঞ্চল ভিত্তিক নতুন চাঁদের

উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বরং তাঁরা যেখান থেকেই নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ আসতো ঐ নতুন চাঁদ অনুযায়ীই মাস হিসেব করতেন।

প্রশ্ন (৬) ঃ

মাদীনায় চাঁদ দেখা গেলে কি রসুলুল্লাহ্ ﷺ মাক্কাহ্'য় নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাঠিয়েছেন? নিশ্চয়ই না। কারণ, মাদীনা থেকে মাক্কাহ্'য় যেতে প্রায় ১২/১৩ দিন সময় লাগত। এতেইতো বুঝা যায় যে, এক অঞ্চলের চাঁদ অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উত্তর ঃ

ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। আপনি নিজেই বলেছেন যে, মাদীনা থেকে মাক্কাহ্'য় যেতে ১২/১৩ দিন সময় লাগত, তাহলে কিভাবে নতুন চাঁদের সংবাদ মাক্কাহ্'য় পৌছানো যাবে? মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا...

“আল্লাহ্ কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত চাপিয়ে দেন না।” -সূরা বাক্বারহ্ (২), ২৮৬

আল্লাহ্ যেখানে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেন না, তাহলে আপনি কেন সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপাতে চাচ্ছেন! এই ধরণের কথাতো বোকামী ছাড়া কিছুই না।

আর বর্তমানেতো আমরা বিশ্বের সকল জায়গায় মুহূর্তের মধ্যেই নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌছতে সক্ষম। তাহলে আপনি কেন নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচার করবেন না। **রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আপনি এমন কোন প্রমাণ কি আনতে পারবেন যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ কোন অঞ্চলের মুসলিমদেরকে জানানোর সুযোগ ছিল কিন্তু তিনি ﷺ তা জানাননি? ইনশা-আল্লাহ্ আপনি তার প্রমাণ কখনই নিয়ে আসতে পারবেন না। আপনার বোধগম্যতার জন্য আরো একটি যুক্তি দিচ্ছি,**

“ঢাকায় চাঁদ দেখা গেলে আপনি কেন তা চট্টগ্রামে প্রচার করছেন? উটের যুগে বা ঘোড়ার যুগে একদিনে সর্বোচ্চ ৪৮ মাইল পর্যন্ত যাওয়া যেত। আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামতো প্রায় ২৬৪ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ১৬৪ মাইল। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে এই ১৬৪ মাইল পথ অতিক্রম করতে প্রায় চার দিন লেগে যেত। এত দূরত্বে কেন আপনি প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদের সংবাদ পৌছাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগেতো এত দূরে কখনই এক অঞ্চলের চাঁদের খবর অন্য অঞ্চলে পৌছানো সম্ভব ছিলো না। এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পেয়ে যাবেন। যদি বলেন, চট্টগ্রামতো আমাদের দেশের অন্তর্ভূক্ত তাহলে ভাই আপনি বলুনতো দেশের সীমানা নির্ধারণ কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ﷺ করে থাকেন?

নিশ্চয়ই না। বরং মানুষ নিজেরাই করে থাকে এক সময় এই বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। তাই এখন যদি চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে কি চট্টগ্রামের জন্য আলাদা চাঁদ কমিটি গঠিত হবে! নিশ্চয়ই এই ধরণের অযৌক্তিক মন্তব্য আপনি করবেন না।

অতএব, দেশের সীমানা দেখা শারী'আহ্'র বিধান নয়। বরং নতুন চাঁদের সংবাদ যতদূর সম্ভব প্রচার করতে হবে এবং যে অঞ্চল পর্যন্ত নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌছাবে ততদূর পর্যন্ত ঐ নতুন চাঁদের হিসাবটি গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৭) ঃ

যদি আপনারা বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষেরা বাংলাদেশের সূর্যানুযায়ী স্বলাত, ইফতার ও সাহ্রী করবে এবং সৌদি আরবের মানুষেরা সৌদি আরবের সূর্যানুযায়ী স্বলাত, ইফতার ও সাহ্রী করবে। **ঠিক তেমনিভাবে, বাংলাদেশের মানুষেরা বাংলাদেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করবে আর সৌদি আরবের মানুষেরা সৌদি আরবের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করবে।**

উত্তর ঃ

এই কথাটি সঠিক নয়। কারণ, আপনি যদি বাংলাদেশকে ভালো করে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, বাংলাদেশের একেক অঞ্চলে একেক সময় সূর্যের হিসাব ভিন্ন থাকে। **যেমন, ধরুন, ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য ৯ মিনিট, এখন কেউ যদি বলে চট্টগ্রামের মানুষ নিজ শহরের সূর্যের সময় অনুযায়ী স্বলাত, ইফতার ও সাহ্রী করে আর ঢাকার শহরের সূর্যের সময় অনুযায়ী ইফতার, স্বলাত ও সাহরী করে তাই চট্টগ্রামের মানুষ ঢাকার নতুন চাঁদকে হিসাব করে স্বওম (রোজা) বা ঈদ পালন করতে পারবে না। এই কথার উত্তর আপনি কি দিবেন।** তাই ভাই আপনাকে বুঝতে হবে সূর্যের হিসাব আর চাঁদের হিসাব এক নয়। যে কারণে, আমাদের বাংলাদেশের সূর্যের হিসেবে সময়ের পার্থক্য থাকলেও নতুন চাঁদ দেখাকে আমরা পার্থক্য করি না। ঠিক তেমনি সৌদি বা অন্য যেকোন দেশের সাথে সূর্যের হিসেবে সময়ের পার্থক্য থাকলেও আমরা চাঁদ দেখার পার্থক্য ঐ সকল দেশের সাথে করিনা। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৮) ঃ

যদি আপনারা বলেন যে, একইদিনে সারা বিশ্বে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে। তাহলে বলেন, সৌদি আরবে সন্ধায় নতুন চাঁদ দেখা গেলে তা যদি ১ ঘন্টার মধ্যে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয় ততক্ষণে নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরে ফাজরের

স্বলাতের সময় হয়ে গেছে। কারণ, সৌদি আরবের সাথে নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ১০ ঘন্টা। এখন নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরের মুসলিমগণ সৌদি আরবের সাথে একই দিনে কিভাবে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করবে?

উত্তর ঃ

ভাই আপনি যদি ৫ মিনিটের মধ্যে সারা বিশ্বে সৌদি আরবে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচার করে দেন তাহলেইতো নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরের মুসলিমগণ সারা বিশ্বের মুসলিমদের সাথে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারবে। আর আপনি যদি তা প্রচার করতে না পারেন তাহলে নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরের মুসলিমগণ নতুন চাঁদের সংবাদ না পাওয়ার কারণে একটি স্বওম (রোজা) রমজানের পরে কাযা আদায় করে নিবেন। এবিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করন,

আনাস ইবনু মালিক ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

"তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আমার কতিপয় আনসার পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের উপর গোপন থাকে। আমরা (পরের দিন) স্বওম (রোজা) পালন করি। এমতাবস্থায়, ঐ দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা নাবী ﷺ এর কাছে এসে বিগতকাল চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের স্বওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন এবং তারপরের দিন ঈদের (স্বলাতের) জন্য বের হতে বললেন।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ২৯৩৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ, ঃ ৫, দুইজন নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ১৬৫৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৮, ৮১৮৯, ৮১৯০, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, হাদিস # ৮১৯৬, ৮১৯৮, ৮১৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটির প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ ও স্বহাবীগণ শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখতে না পেয়ে ঈদের দিন স্বওম (রোজা) পালন করছিলেন। কিন্তু ঐ দিনের শেষভাগে মদিনার বাহিরে থেকে একটি মুসলিম কাফেলা থেকে যখন তিনি

ﷺ জানতে পারলেন তাঁরা ﷺ শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখেছেন, তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেতো স্বওম (রোজা) ভঙ্গ করলেনই এবং স্বহাবীদেরকেও আদেশ দিলেন স্বওম ভঙ্গ করার জন্য। তাহলে একইভাবে কোন অঞ্চল, শহর বা দেশের লোক যদি নতুন চাঁদের সংবাদ না পায় তাহলে উল্লেখিত হাদিস অনুযায়ী নিজ-নিজ অঞ্চল, শহর বা দেশের চাঁদ অনুযায়ী চলবে। কিন্তু যখনি বাহিরের অঞ্চল, শহব বা দেশ থেকে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবে তখন উল্লেখিত হাদিস অনুযায়ী নিজ অঞ্চল, শহর বা দেশের চাঁদ অনুযায়ী মাস হিসাব করবে না। বরং যে অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ আসবে তা সাথে-সাথে গ্রহন করে নিতে হবে। **ঠিক তেমনিভাবে নিউজিল্যান্ডের ড্যানেডিন শহরের মুসলিমগণ যদি নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ না পায় তাহলে নিজ দেশে চাঁদের হিসেব করবে। আর যখনি জানতে পারবে অন্য দেশে তাদের আগেই নতুন চাঁদ উঠেছে তখনি ঐ চাঁদ অনুযায়ী মাসের হিসেব করবে এবং ছুটে যাওয়া স্বওম (রোজা)টি ঈদের পরে আদায় করে নিবে।**

প্রশ্ন (৯) ঃ

যদি সারা বিশ্বে একই সময় যদি স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা সম্ভব হতো তাহলে আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু সারা বিশ্বে একই সময়ে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। কারণ, এক দেশের সাথে আরেক দেশের সময়ের পার্থক্য রয়েছে। যেমন- সৌদি আরবের সাথে আমাদের দেশের সময়ের পার্থক্য ৩ ঘন্টা।

উত্তর ঃ

আমরা আপনাদের কখনই বলিনি যে, একই **সময়ে** সারা বিশ্বের সকল মুসলিমগণকে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে। বরং আমরা বলেছি **একই দিনে** স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে। আর একই সময়ে আমাদের বাংলাদেশেই স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। কারণ, ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য রয়েছে প্রায় ৯ মিনিট। আর হাদিসের কথাও **একই দিনে** স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে, একই সময়ে নয়। হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা)। যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০,

বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা), স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

প্রশ্ন (১০) ঃ

যদি আমরা একইদিনে স্বওম বা ঈদ পালন করি তাহলেতো ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত একইদিনে ধর্মীয় উৎসব পালন করার দিক থেকে সামঞ্জস্য হয়ে গেল না? যেমন ধরুন, মেরী ক্রিসমাস্ ডে, দূর্গা পুজা, মাঘ-ই পূনির্মা ইত্যাদি?

উত্তর ঃ

এই সম্পর্কে আয়শাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত,

دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِىْ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟ وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا اَبَابَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

"আবু বাকার ﷺ ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিনে আমাকে দেখতে এলেন। তখন নাবী ﷺ আমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় দু'জন বালিকা (দফ) বাজিয়ে গান গাইছিল, যা আনসারগণ বুয়াস যুদ্ধে গেয়েছিলেন। তখন আবু বাকার ﷺ বললেন, এটা হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নাবী ﷺ বললেন, হে আবু বাকার; তাদেরকে ছেড়ে দিন, কেননা **প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে, আজকের দিন হলো আমাদের ঈদ।"** **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ১৩, ঈদ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি, হাদিস # ৯৫২, অধ্যায় ঃ ৬৩, আনসারগণের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬, নাবী ﷺ ও তাঁর স্বহাবীবর্গের মাদীনায় উপস্থিতি, হাদিস # ৩৯৩১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৮, দুই ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ঈদের দিনগুলোতে খেলাধুলা জায়েয। তবে যেন, (আল্লাহ্'র) নাফরমানী না হয়, হাদিস # ১৬/৮৯২, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, দুই ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, ঈদের দিন (দফ) বাজানো, হাদিস # ১৫৯৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটিতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, **প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে আর আজকে হচ্ছে আমাদের ঈদ। এখন তাহলে কি আপনি বলবেন, প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে তাই আমরাও যদি ঈদ পালন করি তাহলেতো অন্যান্য জাতির সাথে আমাদের সামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছে?** নিশ্চয়ই না। কারণ, আল্লাহ্'ই আমাদের ঈদ অর্থাৎ উৎসবের দিন দিয়েছেন। তা অন্য জাতির সাথে সামঞ্জস্য হোক বা না হোক তা দেখার বিষয় নয়। বরং আমাদের শারী'আহ্'তে ঈদ রয়েছে এটাই মেনে নিতে হবে। **ঠিক তেমনিভাবে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করার বিধান শারী'আহ্'তে রয়েছে। এখন তা**

অন্য জাতির সাথে সামঞ্জস্য হোক বা না হোক তা দেখার বিষয় নয়। বরং একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালনের বিধান ইসলাম দিয়েছে আর এটাই মেনে নিতে হবে।

প্রশ্ন (১১) ঃ

দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করে থাকে। তাই, দেশের মানুষের বিপরীতে গিয়ে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করলেতো দেশে ফিৎনাহ্ সৃষ্টি হবে। আর ফিৎনাহ্ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ...

"ফিৎনাহ্ হত্যার চেয়েও বড় পাপ।" -সূরা বাক্বরহ্ (২), ২১৭

উত্তর ঃ

ভাই, কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী চলাকে ফিৎনাহ বলে না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্'র বিপরীতে আ'মাল-ই হচ্ছে ফিৎনাহ। যার-যার দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের বিধান কুরআন-সুন্নাহ্'য় নেই। বরং একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালনের বিধান ইসলাম দিয়েছে। তাই, যারা এই বিধানের বিপরীতে আ'মাল করছেন অর্থাৎ যার-যার দেশের চাঁদ অনুযায়ী ঈদ পালন করছেন তারাই মূলতঃ ফিৎনাহ্ করেছেন আমরা নই। আপনাদের বোধগম্যতার জন্য আরও একটু বিস্তারিত বলছি। **প্রত্যেক নাবী ও রসূলগণ ﷺ যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তখন ঐ সব এলাকার বেশীরভাগ মানুষ তা মানতে রাজি ছিল না। এখন কি আপনি বলবেন যে, এ সকল নাবী ও রসূলগণ ﷺ বেশীরভাগ মানুষের বিপরীতে বক্তব্য দিয়ে ফিৎনাহ্ করেছেন? নিশ্চয়ই এত বড় কুফরী বিশ্বাস আপনাদের নেই।**

তাই ভাই, কুরআন ও সুন্নাহ্'র পথে চলতে গেলে বেশীরভাগ মানুষ তার বিরুদ্ধে যাবেই। সত্যের বিপরীতে মিথ্যার অনুসারীদের সংখ্যা অতীতেও বেশী ছিল, বর্তমানেও বেশী আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। হক-বাতিলের লড়াই চলবেই।

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ্'র অনুযায়ী আ'মাল করলে ফিৎনাহ্ হয়না, বরং কুরআন ও সুন্নাহ্'র বিপরীতে আ'মাল করলেই ফিৎনাহ্ হয়। তাই আপনাদের সংশোধনের জন্য বলছি আপনারা যার-যার দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করে কুরআন ও সুন্নাহ্'র বিপরীতে আ'মাল করে ফিৎনাহ্ করবেন না। কারণ ফিৎনাহ্'র সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

...وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ...

"ফিৎনাহ্ হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ।" -সূরা বাক্বরহ্ (২), ২১৭

প্রশ্ন (১২) ঃ

আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

এই হাদিসে **তোমরা** বলতে সকল মুসলিমদের বোঝানো হয়নি বরং স্থানীয় মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে। যেমন, আবু আয়ুব ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা প্রস্রাব-পায়খানাতে যাবে তখন ক্বিলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করোনা বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করবে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, উযু, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺএর কথা যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর। আবার যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন কর, হাদিস # ১৪৪, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, মাদীনা, সিরিয়া ও পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলাহ্, পূর্বে বা পশ্চিমে ক্বিবলাহ্ নয়, হাদিস # ৩৯৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ, ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৫৯/২৬৪, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলামূখী হওয়া নিষেধ, হাদিস # ২১, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ, হাদিস # ২২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ্, হাদিস # ৯, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলামূখী হয়ে পিঠ-মুখ না করা, হাদিস # ৮ (হদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করো" এখানে তোমরা বলতে কি সকল মুসলিমকে বুঝানো হয়েছে? তাহলে

আমরা যারা বাংলাদেশী তারা কি পূর্ব-কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করবো? নিশ্চয়ই না। কারণ, আমাদের বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম দিকে ক্বিবলা। তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ "তোমরা" শব্দটি দ্বারা কি সকল মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছেন না'কি স্থানীয় মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছেন? নিশ্চয়ই তিনি ﷺ স্থানীয় মুসলিমদেরকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, মাদিনা থেকে কা'বা উত্তর দিকে। তাই উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না। বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হবে।

অতএব, "তোমরা" শব্দ দ্বারা সবসময় সকল মুসলিমকে বুঝায় না। ঠিক তেমনি, আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, হাদিসে "তোমরা" শব্দটি স্থানীয় মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। সকল মুসলিমদেরকে নয়। হাদিসটি আবারও লক্ষ্য করুন, আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" -**তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি একেবারেই মনগড়া। যাদের দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে তারাই শুধু এভাবে হাদিসের অপব্যাখ্যা করে থাকে। হাদিসটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন, আবু আয়ুব ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা প্রস্রাব-পায়খানাতে যাবে তখন ক্বিলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করোনা বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করবে।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৪, উযু, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, নাবী ﷺ এর কথা যখন তোমরা

নতুন চাঁদ দেখো তখন স্বওম (রোজা) আরম্ভ কর। আবর যখন নতুন চাঁদ দেখো তখনই (ঈদুল) ফিতর উদ্‌যাপন কর, হাদিস # ১৪৪, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, মাদীনা, সিরিয়া ও পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলাহ্, পূর্বে বা পশ্চিমে ক্বিবলাহ্ নয়, হাদিস # ৩৯৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ, ঃ ১৭, ইস্তিঞ্জার বিবরণ, হাদিস # ৫৯/২৬৪, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলামূখী হওয়া নিষেধ, হাদিস # ২১, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ, হাদিস # ২২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ক্বিবলামূখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ্, হাদিস # ৯, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১, পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, ক্বিবলামূখী হয়ে পিঠ-মুখ না করা, হাদিস # ৮ (হদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

হাদিসের প্রথম অংশে বলা হয়েছে,

اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ...

"যখন তোমরা প্রস্রাব-পায়খানাতে যাবে তখন ক্বিলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করোনা..."

তাহলে বুঝা গেল যে, ক্বিবলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা না করার কথাটি সকল মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে

...شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا

"...বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করবে।"

হাদিসের এই অংশ থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সকল মুসলিমগণকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করতে বলেছেন তারা মূলতঃ উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থান করছিলেন। কারণ, প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে,

اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ...

"যখন তোমরা প্রস্রাব-পায়খানাতে যাবে তখন ক্বিলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করোনা"

হাদিসের প্রথম অংশের কারণে আমরা বুঝতে পারলাম হাদিসের দ্বিতীয় অংশে "তোমরা" শব্দটি দ্বারা স্থানীয় মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হাদিসটি হতে আপনি কিভাবে বুঝলেন, এই হাদিসটিতে "তোমরা" শব্দটি দ্বারা স্থানীয় মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে? তার কোন প্রমাণ কি নিয়ে আসতে পারবেন? ইনশা-আল্লাহ্ এর প্রমাণ আপনি কখনই নিয়ে আসতে পারবেন না। আপনার বোধগম্যতার জন্য আরও একটু বিস্তারিত বলছি। আপনি যে হাদিসটি পেশ করেছেন তার প্রথম অংশটি লক্ষ্য করুন,

اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ...

"যখন তোমরা প্রস্রাব-পায়খানাতে যাবে তখন ক্বিলার দিকে পীঠ বা মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করোনা"

এই হাদিসের প্রথম অংশে "তোমরা" শব্দটি দ্বারা কি স্থানীয় মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে? নিশ্চয়ই না। কারণ, এই হাদিসে "তোমরা" শব্দটি স্থানীয় মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। তাই হাদিসে তোমরা শব্দটি আমভাবে (সার্বজনিন) ধরতে হবে যে, "তোমরা" শব্দটি দ্বারা সকল মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আবু হুরাইরাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত হাদিসে "তোমরা" শব্দটি স্থানীয় মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে এর কোন প্রমাণ না থাকায় এই "তোমরা" শব্দটি আমভাবে (সার্বজনীন) ধরতে হবে। অর্থাৎ "তোমরা" শব্দটি দ্বারা বুঝে নিতে হবে যে, সকল মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে। হাদিসটি আবারো লক্ষ্য করুন,
আবু হুরাইরাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

প্রশ্ন (১৩) ঃ

আয়েশাহ্ ﵂ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْاَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّ النَّاسُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদনি সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২।

এই হাদিসে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন, যার অর্থ একদিন। আর "اَلنَّاسُ আন্নাসু" শব্দটি "اِنْسَانٌ ইনসান" শব্দের বহুবচন হওয়ায় সকল মানুষ তথা সকল মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ (মুসলিম) একই দিনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) পালন করবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা পালন করা শারী'আহ্'র বিধান হত তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি অর্থাৎ একবচন এর পরিবর্তে "اَيَّامَ আইয়াম" বহুবচন শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমকে একই দিনে ঈদ পালন করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.

"সেদিন ভূমিকম্প প্রকম্পিত করবে।" -সূরা নাযিআত (৭৯), ৬

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেদিন ভূকম্পন হবে অর্থাৎ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। আয়াতটিতে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি একবচন অর্থাৎ একইদিনে পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে। এই বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

"জুমুআহ্'র দিনে ক্বিয়মাত সংঘটিত হবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুল জুমুআহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, জুমুআহ্'র দিনের ফাযিলাত, হাদিস # ১৮/৮৫৪, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২০৭, জুমুআহ'র দিনের ও রাতের ফাযিলাত, হাদিস # ১০৪৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯, জুমুআহ'র ফাযিলাত, হাদিস # ১০৮৪, ১০৮৫, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২০৬, জুমুআ'হর দিনের ফাযিলাত, হাদিস # ১৫৭২ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই ব্যাখ্যায় আমরা একমত নই। "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দের অর্থ যেদিন, সেদিন বা একদিন যাই হোক না কেন তা কোন ক্রমেই ২৪ ঘন্টার বেশী সময় নয়। আর ক্বিয়ামাত যেদিন হবে সেদিন দীর্ঘতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

"অবশেষে তাঁর কাছে এমন একদিনে পৌছবে যার পরিমাণ তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।" -সূরা আস্-সাজদাহ্ (৩২), ৫

তাই উল্লেখিত মা আয়েশাহ্ ﵂ এর হাদিসে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দের সঙ্গে ক্বিয়ামাতের আয়াতে যে "ইয়াওমা" শব্দ রয়েছে তার সাথে কোন মিল নেই। তাই এখানে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দের ব্যাখ্যায় ক্বিয়ামাতের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

উত্তর ঃ

আপনার ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, আমরা ব্যাখ্যায় দিন ছোট বা বড় হওয়া নিয়ে আলোচনা করিনি। বরং আমরা বলেছি "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দ দিয়ে একদিনকেই বুঝায়, একাধিক দিনকে নয়। **আপনার প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন দিনকেও বুঝানো যায় কিন্তু আপনি এই ধরণের কোন প্রমাণ আনতে পারেননি। আর আপনিও মেনে নিয়েছেন যে, "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দের অর্থ যেদিন, সেদিন বা একদিন।** তাছাড়া ক্বিয়ামাতের সময়টা দীর্ঘায়িত হলেও সেইদিনকে শুক্রবারই বলা হবে অর্থাৎ "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দটি দিয়ে ক্বিয়ামাতের সময় বুঝাতে ঐ একদিন শুক্রবারকেই বলা হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন দিনকে নয়। তাহলে আমাদের বুঝটাই সঠিক হয়েছে যে, হাদিসে "يَوْمَ ইয়াওমা" শব্দ ব্যবহার হওয়ায় একই দিনে সকল মুসলিমগণকে স্বওম ও ঈদ পালন করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪) ঃ

সারাবিশ্বের মুসলিমগণকে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা কুরআন এবং সুন্নাহ্'য় বিধান রয়েছে। কিন্তু এই একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা রাষ্ট্রীয়ভাবে হতে হবে। অর্থাৎ দেশে শাসক যদি একইদিনে (রোজা) ও ঈদ পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন আমরাও একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারবো। আর নতুবা নয়।

উত্তর ঃ

এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব মনগড়া। কারণ, আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করার বিধান কুরআন এবং সুন্নাহ্'য় রয়েছে। তাহলে দেশের শাসক যদি এই কুরআন এবং সুন্নাহ্'র সিদ্ধান্ত না মেনে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয় তা'কি আমাদের জন্য গ্রহণীয়? নিশ্চয়ই না। এ সম্পর্কে ইবনু ওমার ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

"তিনি ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর (শাসকের কথা) শুনা এবং আনুগত্য করা অবশ্যই কর্তব্য যদিও তা তার পছন্দ বা অপছন্দ হয়। যতক্ষণ না, আল্লাহ্'র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহ্'র নাফরমানীর ব্যাপারে (শাসকের কথা) শুনা এবং আনুগত্য করা যাবে না।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫৬, জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ও ব্যবহার, অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮, পাপ কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের কথা মানতে হবে, হাদিসক # ২৯৫৫, অধ্যায় ঃ

৯৩, আহ্কাম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ইমামের কথা শুনা ও মান্য করা যতক্ষণ না (আল্লাহ্'র) নাফরমানীর নির্দেশ না দিবে, হাদিস # ৭১৪৪, অধ্যায় ঃ ৯৫, খবরে ওয়াহিদ (একজনের সংবাদ দেয়া) গ্রহণযোগ্য, অনুচ্ছেদ ঃ ১, সত্যবাদী বর্ণনাকারী খবরে ওয়াহিদ আযান, স্বলাত, স্বওম, ফারজ্ ও অন্যান্য আহ্কামের বিষয়ে অনুমোদনযোগ্য, হাদিস # ৭২৫৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩৪, প্রশাসন ও নেতৃত্ব, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, পাপের কাজ ছাড়া, অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য আবশ্যক এবং পাপ কাজের ক্ষেত্রে (আনুগত্য) হারাম, হাদিস # ৩৮/১৮৩৯, ৩৯/১৮৪০ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, শাসক যদি আল্লাহ্'র নাফরমানীর নির্দেশ দেয় তাহলে সেই শাসকের কথা মানা যাবে না। তাহলে আল্লাহ্ বিধান পাঠালেন, একইদিনে স্বওম (রোজা ও ঈদ পালন করতে হবে। আর শাসক এই বিধান না মানার জন্য যদি আদেশ করে তবে তা অবশ্যই আল্লাহ্'র নাফরমানী হবে। তাই, শাসক যদি একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করার নিয়ম না মানে তাহলে আমরা শাসকের আনুগত্য করতে পারি না। আর এই কথাটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বুঝিয়েছেন এভাবে যে,

فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

"আল্লাহ্'র নাফরমানীর ব্যাপারে (শাসকের কথা) শুনা এবং আনুগত্য করা যাবে না।"

উম্মু সালমা ﵂ হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উপর এমনসব শাসক নিযুক্ত হবে যা দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করলো সে দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে-মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানলো সে ব্যক্তিও নিরাপদ হলো। আর যে ব্যক্তি তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং তাদের আনুগত্য করলো (সে পাপে জড়িয়ে পড়লো)।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩৪, প্রশাসন ও নেতৃত্ব, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, শারী'আহতে অপরাধজনিত কাজে আমীরের আনুগত্য না করা ওয়াজিব। তবে যতক্ষণ তারা স্বলাত ক্বায়েমকারী থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, হাদিস # ৬২,৬৩/১৮৫৪।

এই হাদিসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি শাসকের মন্দ কাজের আনুগত্য করবে সে মূলত পাপে জড়িয়ে পড়লো। তাই,শাসক যদি একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন না করে যার-যার দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করে তাহলে অবশ্যই এই কাজটি কুরআন-সুন্নাহ্'র বিপরীত হওয়ায় মন্দ কাজ হবে। আর আমরা যদি শাসকের মন্দ কাজের আনুগত্য করি তাহলে তো আমরা পাপে জড়িয়ে পড়বো।

অতএব, আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে। দেশের শাসক যদি তা না মানে তারপরেও একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে।

একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফারজ্

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শিক্ষা হচ্ছে একইদিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করতে হবে। এখন যদি আমরা একইদিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন না করি, তাহলেতো রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ফায়সালাকে অমান্য করা হয়। আর রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ফায়সালা অমান্য করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো হুকুম প্রদান করলে কোন মু'মিন নারী ও পুরুষ সেই হুকুম অমান্য করার অধিকার রাখেনা। আর যে কেউ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম অমান্য করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" -সূরা আহযাব (৩৩), ৩৬

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দেয়া শারী'আতের বিধান মানা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ ফারজ্। তাই যেহেতু একইদিনে সওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দেয়া শারী'আতের নিয়ম আর এই নিয়ম মেনে নেয়া আমাদের জন্য ফারজ্। তাছাড়া একইদিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করার কথা রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। এখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দেয়া শারী'আতের নিয়ম বাদ দিয়ে ভিন্ন নিয়ম উদ্ভাবন করা অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন দিনে সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা নিশ্চয়ই একটি বিদ'আহ্। মা আয়েশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন বিষয় উদ্ভাবন করল যা তাতে (শারী'আতে) নেই তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫৩, বিবাদ-মিমাংসা, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, অন্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তা বাতিল, হাদিস # ২৬৯৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩০, বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদ'আতী কার্যকলাপ পরিত্যাগ, হাদিস # ১৭,১৮/১৭১৮ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

তাই ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা শারী'আতের অনুমোদন না পাওয়াতে এইভাবে ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা একটি বিদ'আহ্। আর বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকা অবশ্যই ফরজ। তাই এই বিদ'আহ্ থেকে বাঁচতে হলে একইদিনে সওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা অবধারিত অর্থাৎ ফারজ্ মানতে হবে।

আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন স্বওম (রোজা) রাখতে নিষেধ করেছেন।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬, ঈদুল ফিতরের দিনে স্বওম রাখা, হাদিস # ১৯৯০, ১৯৯১, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, কুরবানীর দিনে স্বওম, হাদিস # ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, অধ্যায় ঃ ৭৩, কুরবানী, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, কুরবানীর গোশত থেকে কতটুকু খাওয়া যাবে অথবা কতটুকু সঞ্চয় করে রাখা যাবে, হাদিস # ৫৫৭১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে স্বওম পালন না করা, হাদিস # ১৩৮/১১৩৭, -১৩৯,১৪০,১৪১/১১৩৮, -১৪২/১১৩৯, -১৪৩/১১৪০, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮, দুই ঈদের দিন স্বওম পালন, হাদিস # ২৪১৬, ২৪১৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭২১, ১৭২২, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম না রাখা, হাদিস # ৮২৪৮, ৮২৪৯, ৮২৫০, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭৫৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

যেহেতু একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করার বিধান রসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, তাই ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ঈদ পালন করলেতো কাউকে না কাউকে ঈদের দিন স্বওম (রোজা) পালন করতে হবে। যেমন- সৌদি আরবে যেদিন ঈদ সেদিন আমাদের বাংলাদেশে আমরা স্বওম (রোজা) পালন করছি। অথচ আয়েশাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْاَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّ النَّاسُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ইফতার (ঈদুল ফিতর উদযাপন) করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।" ***-তিরমিযী,*** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২।

এই হাদিসটি আমাদের সকল মুসলিমকে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে বলেছে, কিন্তু আমরা তা করছি না। তাই, ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম পালন করলে ঈদের দিন স্বওম (রোজা) পালন করা হবে। আর ঈদের দিন স্বওম (রোজা) পালন করা

হারাম। তাই, এই হারাম কাজ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের জন্য একইদিনে স্বওম এবং ঈদ পালন করা অবধারিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ফারজ্ হয়ে গেছে।

তাছাড়া, সকল মুসলিম একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন না করলে প্রত্যেক বছর কোন না কোন মুসলিমের একটি করে স্বওম ছুটে যাচ্ছে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন করতে হবে। অথচ আমরা ভিন্ন-ভিন্ন দিনে সওম (রোজা) পালন করে থাকি। যেমন ধরুন সৌদিআরবে যেদিন প্রথম স্বওম (রোজা) পালন করে থাকি। অথচ, সকল মুসলিমকে একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন করার শিক্ষা রসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছিলেন। আর একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন না করে প্রতি বছর একটি বা দু'টি করে স্বওম (রোজা) ছুটে যাচ্ছে। অথচ, মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর স্বওম (রোজা) ফারজ্ করা হয়েছে।" -সূরা বাক্বারাহ্ (২), ১৮৩

স্বিয়াম পালন করা যেহেতু মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফারজ্ করেছেন তাই আমাদেরকে কোন স্বওম ছাড়া যাবে না। আল্লাহ্'র এই নির্দেশ পালন করা তখনি সম্ভব হবে যখন সকল মুসলিম একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন করবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম (রোজা) পালন করা হয় তাহলে ফারজ্ স্বওমের (রোজা) একটি বা দু'টি ছুটে যাবে।

অতএব, সকল মুসলিমের একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন করা ফারজ্।

শিক্ষা ঃ

১। একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা ফারজ্।
২। ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করলে একটি বা দু'টি স্বওম ছুটে যায়।
৩। একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন না করলে হারাম দিনে স্বওম (রোজা) পালন হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈদের দিন স্বওম (রোজা) পালন করা হয়।
৪। ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম (রোজা) বা ঈদ উদযাপন করলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।
৫। ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করার বিধান একটি বিদ'আহ্।

একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফারজ্ হওয়ার বিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ

বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কারের আগে যারা ভিন্ন অঞ্চলের নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ

পাননি, যে কারণে তারা স্ব-স্ব অঞ্চলের নতুন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়ে স্বওম বা ঈদ পালন করেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কারের আগে গোটা মুসলিম জাতি একইদিনে স্বওম ও ঈদ পালন করেননি। বরং ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করেছিলেন। এখন যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করা বিদ'আত হয় তাহলে কি বর্তমান বিজ্ঞান আবিস্কারের আগে সবাই বিদ'আত করেছিলেন?

উত্তর ঃ

ভাই আপনার বুঝটি সঠিক নয়। এই বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন, আনাস ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِىْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

"তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আমার কতিপয় আনসার পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের উপর গোপন থাকে। আমরা (পরের দিন) সওম (রোজা) পালন করি। এমতাবস্থায়, ঐ দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা নাবী ﷺ এর কাছে এসে বিগতকাল চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সওম (রোজা) ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন এবং তারপরের দিন ঈদের (স্বলাতের) জন্য বের হতে বললেন।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, দুই ব্যাক্তি শাওয়াল (মাসের) নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ২৯৩৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ, ঃ ৫, দুইজন নতুন চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে, হাদিস # ১৬৫৩, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** হাসান, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, যে দুইজন নিষ্ঠাবান থেকে নতুন চাঁদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর করে, হাদিস # ৮১৮৮, ৮১৮৯, ৮১৯০, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩, ? হাদিস # ৮১৯৬, ৮১৯৮, ৮১৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবীগণ ﷺ নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ না পাওয়ার কারণে ঈদের দিন স্বওম পালন করছিলেন। অথচ ঈদের দিন স্বওম পালন করা হারাম। এ সম্পর্কে হাদিসটি লক্ষ্য করুন, আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন স্বওম (রোজা) রাখতে নিষেধ করেছেন।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬, ঈদুল ফিতরের দিনে স্বওম রাখা, হাদিস # ১৯৯০, ১৯৯১, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, কুরবানীর দিনে স্বওম, হাদিস # ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, অধ্যায় ঃ ৭৩,

কুরবানী, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, কুরবানীর গোশত থেকে কতটুকু খাওয়া যাবে অথবা কতটুকু সঞ্চয় করে রাখা যাবে, হাদিস # ৫৫৭১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে স্বওম পালন না করা, হাদিস # ১৩৮/১১৩৭, -১৩৯,১৪০,১৪১/১১৩৮, -১৪২/১১৩৯, -১৪৩/১১৪০, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮, দুই ঈদের দিন স্বওম পালন, হাদিস # ২৪১৬, ২৪১৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭২১, ১৭২২, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম না রাখা। ঐদিনগুলিতে (স্বওম রাখা ফারজ্ নয়...) হাদিস # ৮২৪৮, ৮২৪৯, ৮২৫০, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে স্বওম রাখা নিষেধ, হাদিস # ১৭৫৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এখনকি আপনি বলবেন যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবীগণ ঈদের দিন স্বওম পালন করে হারাম কাজ করেছেন? নিশ্চয়ই না। মূলতঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর স্বহাবীগণ নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ না পাওয়ার কারণে, ঈদের দিন স্বওম পালন করেছিলেন। যে কারণে তাঁদের উপর হারামের হুকুম লাগানো সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কারের পূর্বে যারা একইদিনে স্বওম ও ঈদ পালন করতে পারেননি, তাঁরাও নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ না পাওয়ার কারণে ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করেছিলেন। যে কারণে তাঁদের উপরেও বিদ'আহর হুকুম লাগানো যাবে না। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

যারা নিজ-নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম ও ঈদ পালন করে থাকেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন?

প্রশ্ন (১) ঃ দেশের সীমানা কতটুকু হবে তা কুরআন এবং সুন্নাহ্ অনুযায়ী পেশ করবেন? কোন আলিমের বক্তব্য বা ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ...

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা মেনে চলো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকাউকে অভিভাবক মান্য করো না..." -সূরা আ'রাফ (৭), ৩

প্রশ্ন (২) ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ সরাসরি একইদিনে বিশ্বের সকল মুসলিমকে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে বুঝিয়েছেন। "**-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৮, রমজান মাসে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে সিমাক (রহ.) এর হাদিসে সুফিয়ান (রহ.) এর বর্ণনায় বিরোধ, হাদিস # ২১১৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পাল কর সেদিন হলো স্বওম (রোজা) আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন করা সেদিন হলো ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদনি তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা), হাদিস # ৬৯৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুস্ স্বিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্,

অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭, হাদিস # ৮৬০৮।" এই হাদিসের কি ব্যাখ্যা আপনারা দিবেন।" **এই সকল হাদিসের ব্যাখ্যায় আপনারা কি বলবেন?**

প্রশ্ন (৩) ঃ নিজ-নিজ দেশের চাঁদ অনুযায়ী স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে এর স্বপক্ষে সরাসরি আল্লাহ্'র কিতাব থেকে বা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদিস থেকে দলিল পেশ করবেন? যেমনিভাবে আমরা পেশ করেছি।

প্রশ্ন (৪) ঃ ইবনে আব্বাস ﷺ চাঁদ গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা যদি না মেনে থাকেন তাহলে তা কেন মানেন না তা দলিলসহ ব্যাখ্যা দিবেন? যেমনিভাবে আমরা দিয়েছি।

প্রশ্ন (৫) ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে এক অঞ্চলের নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ একদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮ মাইল পর্যন্ত পৌছানো যেত কিন্তু আপনারা কেন প্রায় ২৫৮ মাইল (ঢাকা থেকে দিনাজপুর– পর্যন্ত নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌছাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে এতদূর পর্যন্ত সংবাদ পৌছাতে প্রায় ৬ দিন সময় লেগে যেত। আপনারাতো প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচার করাতে বিশ্বাসী নন। যদি বলেন, আপনার প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচারে বিশ্বাস করেন তাহলে সৌদি আরব থেকে নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ আসলে আপনারা তা কেন গ্রহণ করেন না?

প্রশ্ন (৬) ঃ যদি আপনারা বলেন যে, সৌদি আরবের সাথে আমরা ইফতার, সাহরী ও স্বলাত আদায় করিনা এই জন্য আমরা তাদের সাথে ঈদ পালন করতে পারিনা। তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন? ঢাকার মানুষের সাথে চট্টগ্রামের মানুষ একসাথে ইফতার, সাহরী ও স্বলাত আদায় করেন না। তবে কেন স্বওম (রোজা) ও ঈদ একইসাথে পালন করেন? সূর্যের সময়ের হিসাবে উল্লেখিত দুই শহরের পার্থক্য বজায় রেখে যদি আপনার একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের বাহিরের সূর্যের সময়ের হিসাবটি বজায় রেখে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারেন না কেন?

প্রশ্ন (৭) ঃ যদি আপনারা বলেন, সৌদি আরবের সাথে আমাদের দেশের পার্থক্য প্রায় ৩ ঘন্টা কিন্তু আমাদের নিজ দেশের শহরের মধ্যে পার্থক্য সর্বোচ্চ প্রায় ১৮ মিনিট। তাই সময়ের কম পার্থক্য হলে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা যাবে কিন্তু সময়ের পার্থক্য বেশী হলে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা যাবে না। **তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, বেশী সময় পার্থক্য হলে একইদিনে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা যাবে না আর কম সময়ের পার্থক্য হলে একইদিন স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করা যাবে এর স্বপক্ষে কুরআন বা হাদিস থেকে একটি দালিল পেশ করুন। আর আরও একটি দালিল পেশ করবেন যে, এই কম সময়ের পরিমাণ কতটুকু?**

প্রশ্ন (৮) ঃ যদি আপনারা বলে থাকেন যে, পৃথিবীতে সকল জায়গায় একইসাথে একই তারিখ থাকেনা, তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন? রসূলুল্লাহ্ ﷺ যে, আমাদেরকে বলেছেন **"জুমুহআহ্'র দিনে ক্বিয়ামাত সংগঠিত হবে" -মুসলিম,** তাহলে এই হাদিসটি কি ভুল (নাউযুবিল্লাহ্)? যদি সমগ্র পৃথিবীতে ২৪ ঘন্টার কোন একটা সময়ে একই সাথে একই তারিখ না হয় তাহলে সারা বিশ্বে একইসাথে কিভাবে জুমুআহ্'র দিন হবে? আমরা হিসাব করে দেখেছি ২৪ ঘন্টার কোন একটা সময়ে এসে সমগ্র পৃথিবীতে একই তারিখ অবস্থান করে। যদি আপনার তা না মানেন তাহলে "জুমুআহ্'র দিনে ক্বিয়ামাত সংগঠিত হবে" এই হাদিসটির কি উত্তর দিবেন? এবং ২৪ ঘন্টার কোন একটা সময়ে সারা পৃথিবীতে একই তারিখ হয় না তার প্রমাণ আপনারা পেশ করবেন?

প্রশ্ন (৯) ঃ যদি আপনারা বলেন, সারা বিশ্বে একসাথে (রোজা) ও ঈদ পালন সম্ভব হলে আমরা তা পালন করতাম। যেহেতু তা সম্ভব নয়, এই কারণে আমরা আমাদের দেশের বাহিরের চাঁদের হিসেবে একইসাথে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করি না। তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন আপনারা কি নিজ দেশে সকল অঞ্চলের লোকেরা একই সময়ে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে পারেন? যেমন ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের ৯ মিনিট পার্থক্য রয়েছে! এই দুই শহরের লোকেরা একইসাথে স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে না পারলে কেন ঢাকার নতুন চাঁদ উদয়ের সংবাদ অনুযায়ী চট্টগ্রামের মানুষ স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে থাকে?

প্রশ্ন (১০) ঃ যারা সৌদি আরবের আরাফাহ্'র সাথে মিল রেখে একইদিনে স্বওম (রোজা) পালন করে থাকেন তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন? প্রযুক্তির উন্নতির আগে কি আপনারা এত নিশ্চিতভাবে সৌদি আরবের সাথে একইদিনে আরাফাহ'র স্বওম (রোজা) পালন করতে পারতেন? বরং বাংলাদেশের চাঁদের হিসেবে শাওয়ালের ৯ তারিখে আরাফাহ্ দিনের স্বওম পালন করতেন। তাহলে কি প্রযুক্তির উন্নতির কারণে আপনাদের শারীআহ্'র বিধান পরিবর্তন হয়ে গেল না? তখন নিশ্চয়ই বলবেন যে, আগেতো আমরা বাধ্য হয়েই বাংলাদেশের চাঁদের হিসেবেই আরাফাহ্ দিনের স্বওম পালন করতাম। কিন্তু এখনতো আমরা প্রযুক্তির উন্নতির কারণে জানেত পারছি যে, আরাফাহ্ কোন দিন সংগঠিত হচ্ছে। এটা মোটেই শারীআহ্'র পরিপন্থি নয়। তাহলে ভাই আপনারা বলুনতো প্রযুক্তির উন্নতির কারণে আমরা যদি সমগ্র বিশ্বে একইদিনে সকল মুসলিম স্বওম ও ঈদ পালন করি তাহলে তাকে শারী'আহ্'র পরিবর্তন বলছেন কেন?

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল রচিত সাড়া জাগানো বই

আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?

আরো ব্যপক তথ্যবহুল আকারে শিঘ্রই প্রকাশিত হবে ইনশা-আল্লাহ্।

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...

লেখকের পরবর্তী বইসমূহ

- কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে দাজ্জালের পরিচয়
- জ্বীনের আসর, যাদুটোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার উপায়
- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- বিদ'আহ্ কি ও তার হুকুম
- সহীহ্ সনদের আলোকে বাতিল ফিরক্বাহ্'র পরিচয়
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বদীর
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাওবাহ্'র বিধান
- কুরআন পড়ার ফযিলত
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি নূরের তৈরী না'কি মাটির?

- শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মান না দিয়ে ছবি ও ভাস্কর্য তৈরী করা বা ঘরে রাখা জায়েয।
- রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।"

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৫, কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, মহান আল্লাহ'র বাণী"তোমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমান এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম" -সূরা নিসা (৪), ১৬৩, হাদিস # ৪৬০৪

কোন মুসলিম যদি প্রকাশিত বইগুলো কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন-

০১৬৮০৩৪১১১০
০১৬৭৪৫১৯২৪৯
০১৬৮১৫৭৯৮৯৮